

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস '৯৮

১৯৮৭-৯৯

মাত্র ১২ বছরে

বিশ্বের জনসংখ্যা ৫শ' কোটি থেকে ৬শ' কোটি হবে

জনবিক্ষোভের মধ্যে এগিয়ে আসুন



বি সি সি ইউনিট

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

The Daily Star

Special Supplement

July 12, 1998

Planning & Design : Ad Empire

WORLD POPULATION DAY '98

1987-99

The World Population will be Six Billion

In 12 Years

COME FORWARD TO PREVENT POPULATION EXPLOSION



BCC UNIT

DIRECTORATE OF FAMILY PLANNING

THOUGHTS ON WORLD POPULATION DAY

M. A. Hashim, DPGS (UK) BCS (FP)

Director, BCC Unit

Directorate of Family Planning

The world had only 0.55 billion population in 1750. It grew to a considerable size of 0.81 billion in 1820, 1.62 billion in 1900, 1.82 billion in 1920 with an average yearly increase of 10 million from the figure of 0.81 billion in 1820. 0.58 billion population were added in the next 30 years from 1950 creating there by an unprecedented population growth momentum. The average yearly increase was observed around 19 million. The following 30 years from 1950 to 1980 witnessed tremendous rise of population growth putting the figure at 4.46 billion from 2.5 billion with an alarming rate of increase of 0.65 million per year. There are 1.165 billion young people aged between 15-24. The biggest generation ever before is entering adulthood. Each year 15 million young women aged 15-19 give birth, accounting for 10 percent of all babies born worldwide. More than half of the new HIV infections are among the 15-24 age group. This is the group at highest risk of STDs and the young women are more at risk than their male partners. Currently an estimated 1 in 20 teenagers worldwide acquires STDs each year. About 600,000 women still die each year as a consequence of pregnancy and child birth including deaths of 70,000 women as a result of abortions performed under unsafe conditions. Nearly 330 million people are attacked with STDs every year and among whom 165 million is 25 years of age. Waterborne diseases affect 250 million people each year about 10 million of whom die. Over 60/1000 infant die every year. The number of over 60's is increasing in all countries due to improvement of medical sciences and availability of life saving drugs. There are more over-60's than ever before making it over 560 million. Besides, civilisation today is at the cross road due to inherent uneven distribution of wealth and population, ecological imbalance, ever increasing pollution, environmental and sanitation hazards, soil erosion, green house effect, deforestation, threat of killer diseases like HIV/STDs/RTIs, Poverty, gender discrimination, violence of women and child, unemployment etc. The new generations will encounter the vicious situation while entering the 21st century which is exposed to a serious threat to the balance of life on all counts—food, shelter, medical care, housing, education employment, development and so on. The world population day declared by the United Nations to be observed every year on 11th July the world over has a great significance for developing countries in particular. This year, theme for the world population

day 1998 will focus on the upcoming day of 6 billion which will be observed in mid 1999, barely 12 years since the day of 5 billion. The long range population projections prepared by the United Nations Population Division cover the period from 1950 to 2150. "According to the medium-fertility scenario, which assumes fertility will stabilize at replacement levels of slightly above two children per woman, the world population will grow from 5.7 billion in 2050, 10.4 billion in 2100, and 10.8 billion by 2150 and will stabilize at slightly under 11 billion persons around

2200 AD." Bangladesh, as one of the countries contributing immensely to the upsurging growth of world population had been the focal point of international concern for quite sometime. The country has the heritage of past population growth. It had only 10 million population in 1650. It grew to 22.80 million in 1872, 42.20 million in 1951, 51.6 million in 1961, 71.3 million in 1973, 87.9 million in 1981, 10.8 million in 1991 and an estimated 12.38 million in 1997. Due to past high fertility and falling mortality, the population has more than doubled itself in

less than thirty years since 1961. Whereas previous doubling took eighty years and doubling before that about two centuries. What is horrifying for Bangladesh is the tremendous growth potential built in the age structure of its population, below 15 years is 46% while 48% of the country's population constitute non-productive members including the young and old age groups. Of 25 million women of reproductive age, 60 percent are between the ages of 15-29, the most fertile ages. During the next 20 years approximately additional 29 million young females will enter into reproductive ages while only 7 million will age out. This population wave will continue to propel growth even with drastic dramatic reductions in fertility. Born on 26 March 1971 as an dependent nation with the heritage of unprecedented population growth momentum, the government of Bangladesh has been pursuing strong population policy with demographic goals and targets. All the successive governments that came into power continued and pursued the principles of population control efforts with emphasis on MCH activities in the country as laid down by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation as early as in 1972. Bangladesh is a success story in the field of family planning that has brought international recognition. A World Bank study, captioned "Determinants of Reproductive Change in Bangladesh" reports that "Bangladesh is alone among the worlds 20 poorest countries as a site where fertility decline has begun." The study also identified, "Bangladesh as a setting where demographic transition has begun despite social economic and institutional circumstances that are unfavourable to reproductive change."



বাণী

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস '৯৮ উপলক্ষে পরিকল্পিত পরিবার গঠন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও নিরোগ জাতি গঠনে এগিয়ে আসার জন্য আমি দেশবাসীকে আহ্বান জানাই। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং উন্নততর জীবন নিশ্চিত করতে হলে দেশের জনসংখ্যা সীমিত রাখা অপরিহার্য। অনগ্রসর ও জনবহুল বাংলাদেশের বাস্তবতায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা, নারী উন্নয়ন ও নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, শিশু কল্যাণ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বজনসংখ্যা দিবসের কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করে তোলা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

আশার কথা বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬-এ নামিয়ে এনে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সফলতা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আমাদের সরকার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর তথা মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। দেশব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির ডায়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, পরিবার কল্যাণ সেবাদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নীতকরণ এবং জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণে উৎসাহ প্রদানসহ ব্যাপক সম্প্রসারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধের লক্ষ্যে গৃহীত সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ১২ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস '৯৮ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

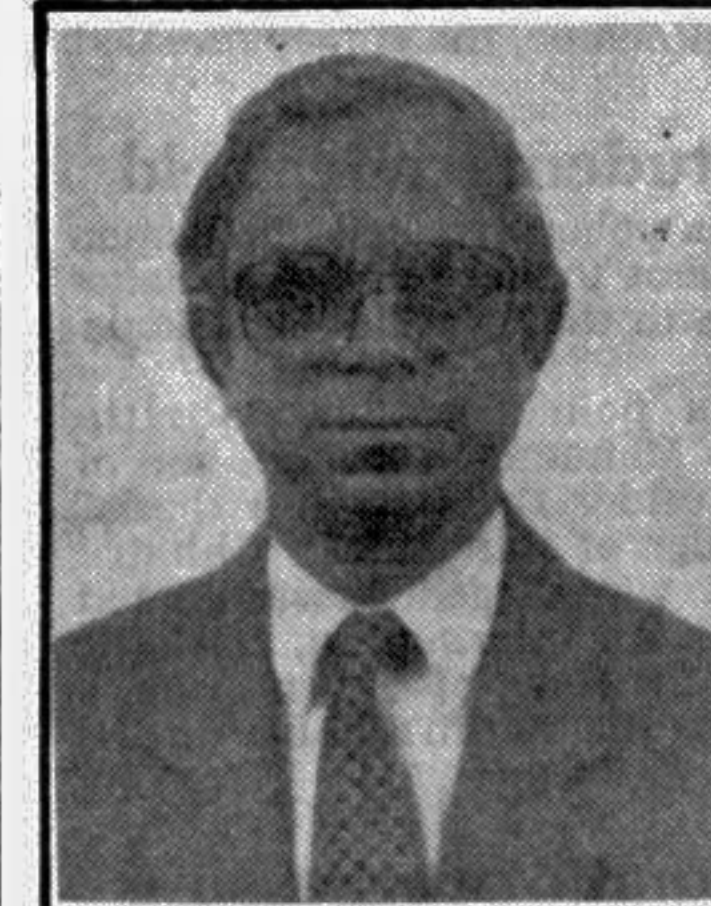
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

replacement fertility- the goal for family planning. The average family size has been dropped down to 3 in 1996 from 7.4 in merely couple of decades back. Knowledge of contraceptive methods and sources of supply is almost universal in Bangladesh. Around 16 million births have been averted which otherwise would have inflated the already explosive size of the country's population. Unmet need for family planning services has declined since 1993-94. Data indicate that it has declined to 16% from the 1993-94 level of 19%, the decline in general being attributed to program interventions in different directions. Infant mortality rate which stood at 87 in 1993-94 has further declined to 82 during the period 1996-97. Maternal mortality rate, although has shown some decline, is still high in this region. The MMR was 4.8 in 1990 has slightly come down to 4.2 in 1997.



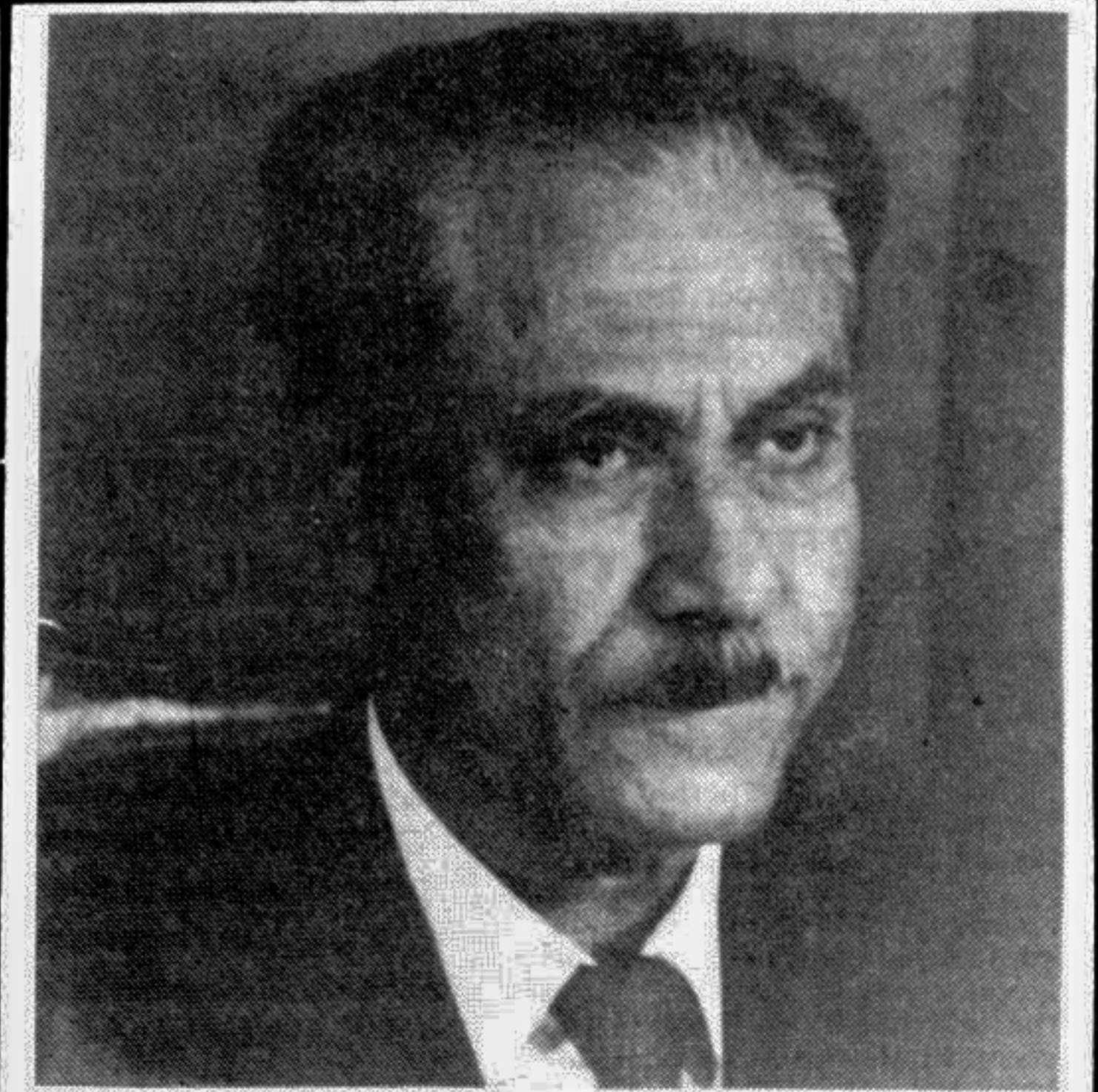
বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জনমিতিক প্রেক্ষাপটে দিবসটির উদ্‌যাপন অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি আজ বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত সমস্যা। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই বাংলাদেশের জন্য এই সমস্যায় খুবই উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে জনসংখ্যার উচ্চবৃদ্ধি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে একটি প্রধান অন্তরায় এবং পরিবেশের উপরও সৃষ্টি করছে প্রচণ্ড চাপ। তবে আশার কথা যে, জনসংখ্যা বিক্ষোভের মধ্যে এগিয়ে আসা বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তার ফলে

মোহাম্মদ আলী

সচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে "বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস" পালনের উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গত একশ' বৎসরে পৃথিবীর জনসংখ্যা দেড়গুণত কোটি থেকে বেড়ে প্রায় ছয়গুণত কোটিতে দাঁড়িয়েছে এবং এর তিন চতুর্থাংশই বেড়েছে অনুন্নত দেশগুলিতে। জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে দেশের প্রতিটি পরিবারকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলাই আজ সবচেয়ে বেশী জরুরী। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে অগ্রহী করে তোলার জন্য প্রতিটি সচেতন ব্যক্তিকে সক্রিয় হতে হবে। সরকারের পাশাপাশি দেশের সকল নাগরিককে পারিবারিক ও সামাজিক উভয় অবস্থান থেকেই জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় মনিকেন্দ্রীভে জনসংখ্যা কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

"বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস" উদ্‌যাপন সফল হোক- এ কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ



বাণী

জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার বিশ্বের অধিকাংশ দেশেরই একটি প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে এই সমস্যা সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিশ্বের সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারসমূহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে আসছে।

এ প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে অন্যান্য বাণীর মতো এবারও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের তাৎপর্য হলো- জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসূচীতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- "১৯৮৭-৯৯, মাত্র ১২ বছরে বিশ্ব জনসংখ্যা ৫শ' কোটি থেকে ৬শ'

কোটি হবে, জনবিক্ষোভের মধ্যে এগিয়ে আসুন"। প্রতিপাদ্যের বিষয়ানুসারে মাত্র ১২ বছর সময়ের মধ্যে '৯৯-এ বিশ্ব জনসংখ্যা ৫শ' কোটি থেকে ৬শ' কোটিতে অর্থাৎ ১০০ কোটি বৃদ্ধি পাবে। এই বৃদ্ধির বেশীর ভাগই ঘটাতে সমস্যা জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। ফলে, দেশসমূহের অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে, যার নজির আমরা ইতোমধ্যেই দেখতে শুরু করেছি।

এ অবস্থা থেকে পরিষ্কার পেতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই কাল্পনিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে যেমন সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন তেমনি দেশসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে আরও সম্প্রসারিত করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১৯৯৮ উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

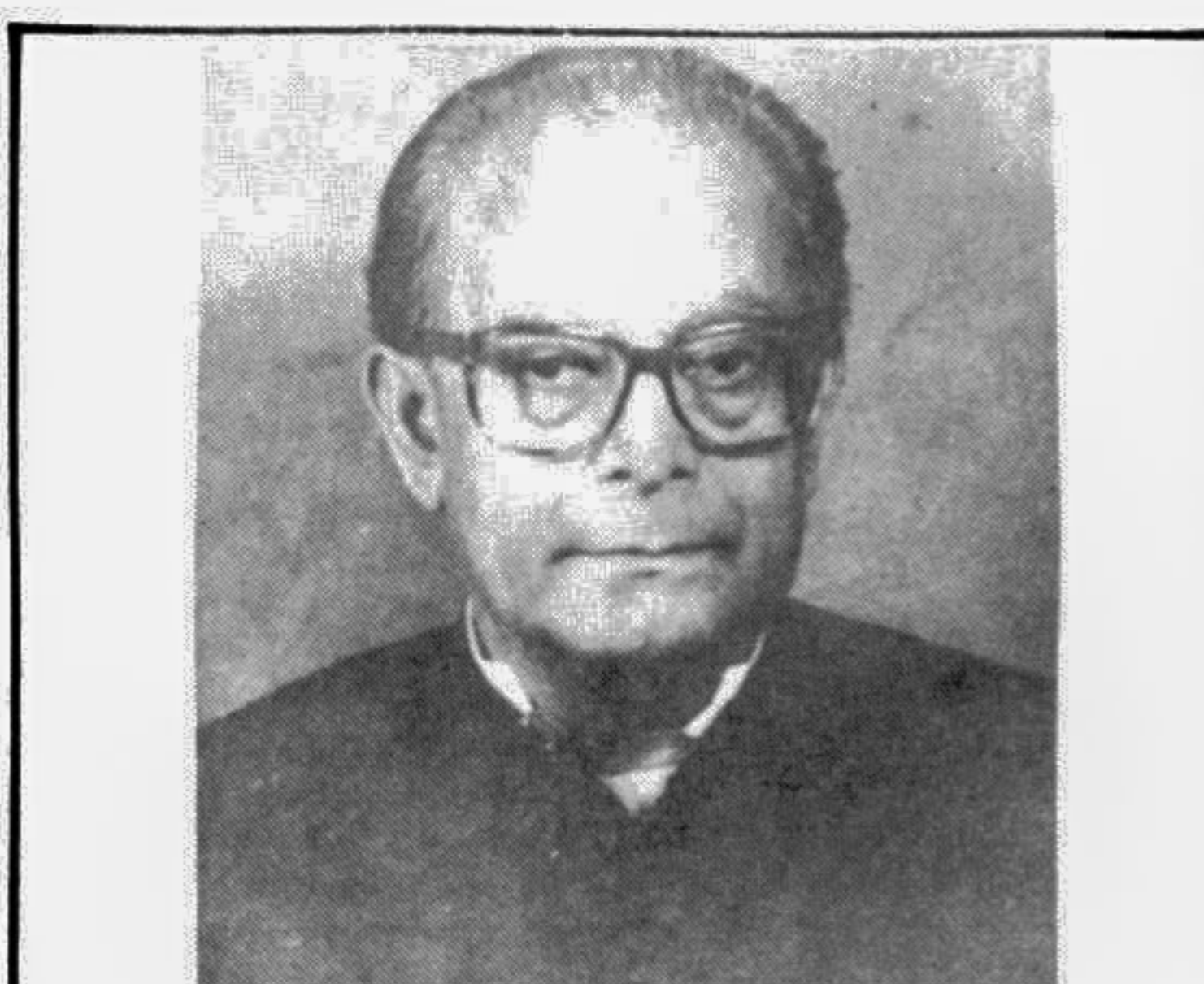
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক

ডাঃ এম. আমানউল্লাহ

প্রতিমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি প্রধান সমস্যা, সে কারণে এই দিবস পালন এ দেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাণকর্ষণীয়। এই দিবসের আরও গুরুত্ব এ কারণে যে, এইদিন সারা বিশ্বেই প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা সম্পর্কিত অনেক তথ্য জানা যায়, সমস্যার রূপক বিষয়ে যেমন আমরা জানতে পারি, তেমনি সমাধানের উপায় সম্পর্কেও অবহিত হই।

এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে সবচেয়ে উদ্বেগজনক যে তথ্যটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে তা হচ্ছে : ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ১২ বছর সময়ে বিশ্ব জনসংখ্যা ৫০০ কোটি থেকে বেড়ে ৬০০ কোটি হচ্ছে। অর্থাৎ ১২ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ১০০ কোটি। আমরা জানি উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই অধিক হারে জনসংখ্যা বাড়ে। সে কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ও সমস্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই বেশী অনুভূত হয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য বলেই আমরা অত্যন্ত উদ্বেগ। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে ইতোমধ্যে অনেক পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি। ভবিষ্যতে আরো অনেক করণীয় রয়েছে আমাদের। সংশ্লিষ্ট সকলের এবং দলমতশ্রেণী নির্বিশেষে সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা তা করতে সক্ষম হবো বলে আশা করি।

"বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস" উদ্‌যাপন সর্বতোভাবে সফল হোক।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সালাহ উদ্দিন ইউসুফ

মন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Message

Towards the middle of next year, the population of the world will pass 6 billion people. Reaching this landmark is an extraordinary achievement for humanity. No era in history has sustained population growth so rapid, while at the same time improving health and nutritional standards for most of the world's people. At the same time fertility and family size have fallen faster than ever before. The momentum of population growth has slowed, is slowing and will slow still further. We have something to celebrate. As we reach six billion, the question is whether we can maintain this progress. In 1999 the population of the world will be twice what it was in 1960. It was only in 1987 that we celebrated reaching the five billion mark. We are adding to our numbers at the rate of 80 million a year and will continue to do so for most of the next decade. What happens after that depends on decisions made in the next ten years. One billion of us are between



15 and 24 years old. They will largely determine the pace of population growth in the next century by their decisions on the size and spacing of their families. Their decisions will be affected by their economic well being, by their education, by their health status—and by their ability to make choices. For all women and men, but for young women especially, ensuring choice is all-important. This depends partly on their education; education gives confidence. It depends on their access to reproductive health services, including family planning; the

information and the means to choose. And it depends crucially on the behaviour of men. Men as fathers, husbands, teachers and leaders must be prepared to acknowledge women's right to make choices, and to support the choices they make. If women can choose, they will have fewer children than their mothers did. Families will be smaller and population growth slower. That is the lesson of the last 30 years. The nations of the world agreed at the International Conference on Population and Development in 1994 that reproductive health was a human right. Everyone has the right to choose the size and spacing of his or her family. If they can exercise their right to choose, then we will be on the way to slower and more balanced population growth. On this World Population Day, let us dedicate ourselves once more to the right to choose, and to the actions needs to make the right a reality, for all people, everywhere.

Dr. Nafis Sadik
Executive Director of the United Nations Population Fund

Courtesy:

SMC SOCIAL MARKETING COMPANY